বাংলাদেশ

নাগরিকেরা সচেতন হলে সব সম্ভব, বললেন আনিসুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক

আনিসুল হক

ঢাকাকে বদলাতে যত পরিকল্পনাই করা হোক না কেন, নাগরিকেরা সচেতন না হলে পরিবর্তন কষ্টসাধ্য বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা উত্তরের মেয়র আনিসুল হক। আজ বৃহস্পতিবার রাত আটটা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত সরাসরি ভিডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে নাগরিকদের মুখোমুখি হয়ে আনিসুল হক এ কথা বলেন এটা ছিল দেশের কোনো জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে প্রথম জবাবদিহিমূলক ওয়েব কাস্টিং।

সরাসরি সম্প্রচারে অংশ নিয়ে জনগণ বর্জ্য, যানজট, সবুজ ঢাকা, ফুটপাত দখল, জলাবদ্ধতা, সড়কে খোঁড়াখুঁড়ি, ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার মতো বিষয়ে নানান প্রশ্ন করেন। দায়িত্ব পালনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে নাগরিকদের মুখোমুখি হন মেয়র আনিসুল হক । নাগরিকদের প্ল্যাটফর্ম 'আমরা ঢাকা' নামের একটি সংগঠন এই সম্প্রচারের আয়োজন করে। সম্প্রচারের শুরুতেই মেয়র বলেন, 'ইদানীং পত্রিকা আমাদের এক বছরের কাজের মূল্যায়ন করেছে। খুব খারাপ বলা হয়নি। জনগণ কাজে খুব খুশি তা নয়। আবার অখুশি নয়।'

রাজিব নামের এক ব্যক্তির 'মাননীয় শুনতে কেমন লাগে'—এই প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করেন আনিসুল হক। মেয়র বলেন, 'সকালে কেউ মাননীয় বলে সম্বোধন করেন, দুপুরেই কেউ মাস্তান বলেন। যারা মাস্তানি করে তাদের সঙ্গে মাস্তানি করতে হয়। আবার ফুটপাত দখলমুক্ত বা উচ্ছেদে ক্ষতিগ্রস্ত কারও কাছে অত্যাচারী।'

জাতীয় পার্টির দু-তিনজন নেতা পোস্টার দিয়ে পুরো ঢাকা শহরকে নোংরা করে ফেলায় সেটির নিন্দা জানান মেয়র। তিনি বলেন, 'আমরা তাদের পোস্টার সরিয়ে দিয়েছি। দু-এক দিনের মধ্যে এই নেতারা তাদের সব পোস্টার সরিয়ে না নিলে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।'

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতায় আসা নতুন আটটি ইউনিয়নের উন্নয়নে কী করবেন এমন প্রশ্নের জবাবে মেয়র বলেন, ইউনিয়নগুলোতে শহুরে সেবা দেওয়ার অনেক সুযোগ আছে। ট্যাক্স পাব। ড্রেন, সড়ক, নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোতে কাজ করা হবে।

পরিবেশবান্ধব ঢাকা গড়তে আপনার উদ্যোগ কী-এই প্রশ্নের জবাবে মেয়র বলেন, ঢাকার প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৮০ হাজার লোক বাস করে। শহরে পাঁচ লাখ গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাইকেলে লেন করার ব্যাপারে কাজ করা হচ্ছে।

ফুটপাত দখলমুক্ত করার ব্যাপারে মেয়র বলেন, শুক্র-শনিবার দুই দিন 'হলিডে মার্কেট' করার চিন্তা করা হচ্ছে। হকারদের বিষয়টির সঙ্গে মানবিক একটি ব্যাপার আছে। তবে মেয়র যতই অবৈধ দখল উচ্ছেদ করুক, মানুষ সহযোগিতা না করলে তা ধরে রাখা সম্ভব না।

জনগণ সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করেন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে। এ বিষয়ে মেয়র বলেন, অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল সড়কে বর্জ্য থাকবে না। সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন বানানো হচ্ছে। কতগুলো চালু হয়েছে। আর তিন-চার সপ্তাহ পর সড়কে খুব একটা আবর্জনা থাকবে না।

শহরে তিন হাজার নতুন বাস নামানো বিষয়ে মেয়র বলেন, ঢাকার বাসগুলোতে উঠতে কষ্ট হয়। বাস মালিকেরা রাজি হয়েছেন পাঁচ-ছয়টি কোম্পানির মাধ্যমে তিন হাজার নতুন বাস নামানো হবে। বাস মালিকদের কম সুদে ঋণ দেওয়া হবে।

বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণে কী করা যেতে পারে সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবেন বলে মেয়র জানান। শহরের পার্ক, খেলার মাঠ, সড়কসহ অবৈধ দখল উচ্ছেদে যুদ্ধ শুরু করেছে সিটি করপোরেশন।

সড়ক খোঁড়াখুঁড়ির ফলে দুর্ভোগ হচ্ছে এমন অভিযোগের জবাবে মেয়র বলেন, ঠিকাদারদের নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। তা না হলে তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে বলে মেয়র জানান।

জনগণ যাতে সিটি করপোরেশনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এ লক্ষ্যে একটি মোবাইল অ্যাপস বানানো হচ্ছে বলে তিনি জানান। সিসি ক্যামেরা লাগানো, জায়গা পার্কিংমুক্ত করা, মেয়েদের জন্য নিরাপদ ঢাকা গড়া ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেন মেয়র। অনেক প্রশ্ন জমা হলেও সময় স্বল্পতায় মেয়র সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। তবে এখন থেকে প্রতি তিন বা ছয় মাসে অন্তত একবার জনগণের মুখোমুখি হওয়ার প্রতিশ্রুত দেন আনিসুল হক।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৪ প্রথম আলো